সংবাদ

তারিখ 22 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

গলাচিপা (পটুয়াখালী) : ঝুঁকিপূর্ণ গলাচিপা বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় -সংবাদ

৩৫ প্রাইমারি স্কুল ভবন ঝুঁকিপূর্ণ

প্রতিনিধি, গলাচিপা

গলাচিপা উপজেলার ৩৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা এসব ভবনে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এসব ভবন পুরোপুরি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। যখন-তখন ছাদ ও বিমের বড় কংক্রিটের প্লাস্টার খসে পড়ছে। বিমের ও ছাদের রড বেরিয়ে গেছে। কোন কোন ভবনের বিম ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। হঠাৎ আস্তরের চাপড়া পড়ে প্রায়ই আহত হন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

গলাচিপা উপজেলায় ১৯৬৫-৬৬ অর্থবছরে ১৬টি ইউনিয়নে ৩০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়। ভবনগুলোর প্রতিটি দু'কক্ষবিশিষ্ট। সূত্র জানায়, এসব ভবন নির্মাণে কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়নি। তৎকালীন আইউব সরকার চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বশে রাখতে এসব ভবন নির্মাণে তাদের দায়িত্ব দেন। সরকার সব ধরনের নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ করে। তবে নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নগদ টাকা দেয়া হয়। নির্মাণ কাজের তদারকির দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় সিএন্ডবি বিভাগের ওপর। সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রকৌশলীরা এসব ভবনের নির্মাণ কাজে যথাযথ তদারকি করতে সক্ষম হননি। কারণ ওই সময়ে এ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। ফলে এসব ভবন নির্মাণে সঠিকভাবে ডিজাইন অনুসরণ এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণসামগ্রী ব্যবহার করা হয়নি। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। এসব কারণে নির্মাণের তিন দশক যেতে না যেতেই ১৬টি ভবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বাকি ১৪টি ভবন কয়েক বছর আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ

গলাচিপা

হিসেবে চিহ্নিত করে উর্ধ্বতন মহলে প্রতিবেদন প্রেরণ করে। ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণার পরেও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে এসব ভবনে নিয়মিত ক্লাস চালানো হয়। রত্নেশ্বর ও তুলাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি ও অভিভাবক সূত্রে জানা যায়, গত ৫/৭ বছর ধরে এমন কোন মাস নেই যে মাসে ২/৪ জন ছাত্রছাত্রী জরাজীর্ণ ভবনের ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ায় আহত হয়নি। অন্যদিকে গণপূর্ত বিভাগ ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত উপজেলায় ৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে। ত্রিতল আকৃতির এ ভবনগুলোর নিচতলা খোলা রাখা হয়। তিন দশক আগে নির্মিত এসব ভবনের প্রায় সবগুলো এখন ভেঙে চৌচির হয়ে পড়েছে। যখন-তখন কংক্রিটের বড় ধরনের চাপড়া খসে পড়ছে। বিমের ও ছাদের রড বেরিয়ে গেছে। টাইবিম, স্লেটবিম, ড্রপওয়াল, কলাম ফেটেও রড বেরিয়ে গেছে। গত বছর আগস্ট মাসে গলাচিপা সদরের সরকারি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরো ভবন বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে। এ সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সবাই ভবন ছেড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। চরআগস্তি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও একই অবস্থা বিরাজ করছে বলে চরকাজল ইউপি মেম্বার এসমাইল হাওলাদার 'সংবাদ'কে জানান। সরজমিনে পরিদর্শনে গিয়েও এর সত্যতা পাওয়া গেছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চরআগস্তি, চরকপালবেড়া, চরমোন্তাজ, চরলক্ষ্মী, চিনাবুনিয়া, কাজীকান্দা, কাটাখালী, গাববুনিয়া, ছোট চরকাজল, গলাচিপা সদর, মুখরবান্দা, দক্ষিণ-পূর্ব উলানিয়াসহ সাইক্লোন শেল্টার কাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৬টি ভবনই অনেক আগে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। উর্ধ্বতন মহলে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এর কোন সুরাহা হচ্ছে না।